পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

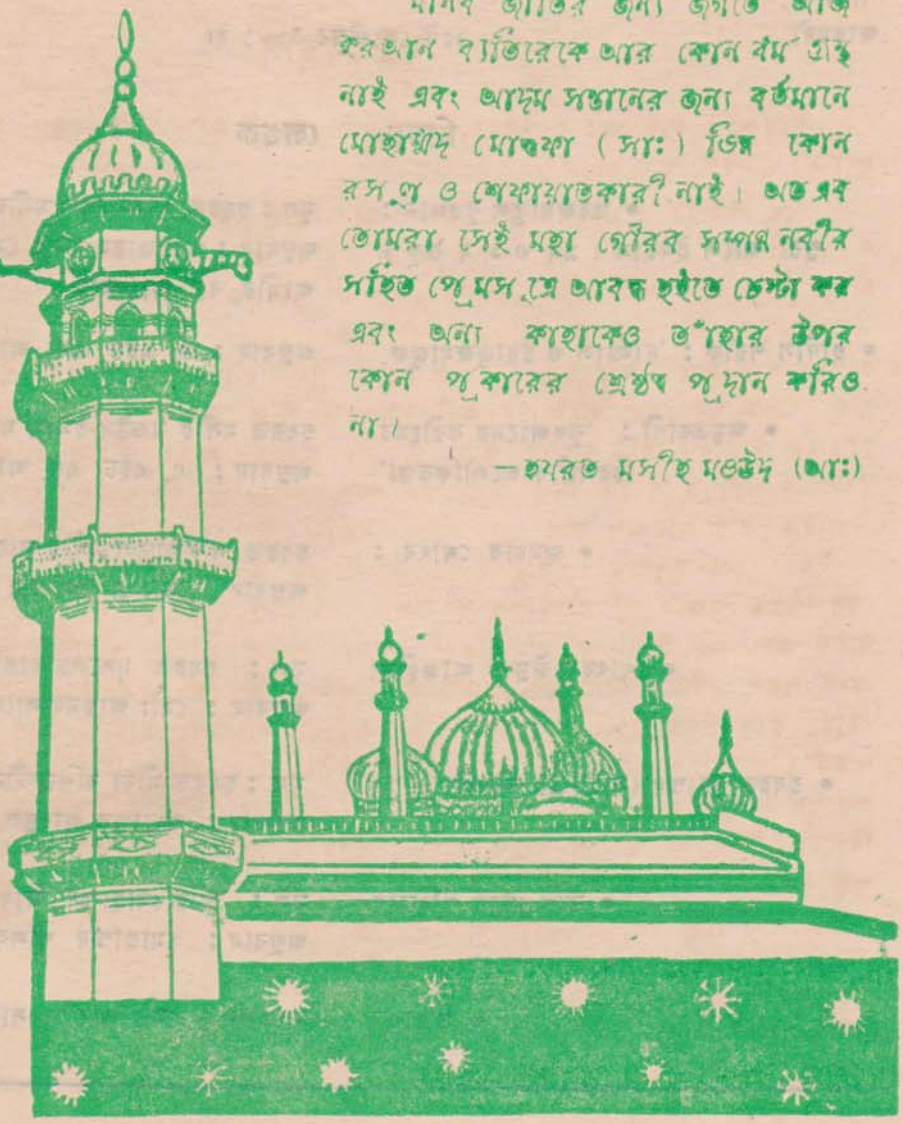

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১২ই আশ্বিন ১৩৮৮ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং : ১লা জিলহজ্জ ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং | ৩৫শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আলে ইমরান (৯ম ও ১০ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'দাজ্জাল ও ইয়াজুজমাজুজ,	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী : 'কুরআনের করীমের চিরসজীব অলৌকিকতা'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
* জুময়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ. কে' এম মুহিবুল্লাহ্	১০
* খোৎবা ঈদুল আজহীয়া	মূল : হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী (—৪)	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৬
* ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ	মূল : স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০

ঈদ মোবারক

'আহমদী'-এর আগামী সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই যেহেতু ঈদুল-আযহীয়ার শুভাগমণ হইতেছে আমরা অত্র সংখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রদত্ত ঈদের বিশেষ খোৎবা প্রকাশ করত: সকল পাঠক-পাঠিকার খেদমতে আন্তরিক 'ঈদ মোবারক' জানাইতেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৩ই আশ্বিন, ১৩৮৮ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং : ৩০শে তবুক, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৯)

৮ম রুকু

৭৩। এবং আহলে কিতাবের মধ্য হইতে এক দল বলে, মোমেনগণের উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে, উহার উপর দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে (উহাকে) অস্বীকার কর, সম্ভবতঃ (এতদ্বারা) তাহারা ফিরিয়া যাইতে পারে।

৭৪। এবং (তাহারা বলে যে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মানিও না ; তুমি বল, নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়তই প্রকৃত হেদায়ত, উহা এই যে, অন্য কাহাকেও কিছু ঐ ভাবে দেওয়া হউক যেভাবে তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, অথবা তাহারা তোমাদের সঙ্গে তোমাদের রব্বের হুযুরে তর্ক-বিতর্ক করুক, (আরও) বল যে, নিশ্চয় ফযল আল্লাহর হাতে ; তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন এবং আল্লাহ দানকারী ও সর্বজ্ঞ।

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য মনোনয়ন করেন, এবং আল্লাহ মহা ফযলের অধিকারী।

৭৬। আহ্লে কিতাবের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি একরাশি মাল আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে ; তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এমনও আছে যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তুমি তাহার মাথার উপর দাঁড়াইয়া থাক ; ইহা এই কারণে যে তাহারা বলে, নিরক্ষর লোকদের ব্যাপারে আমাদের কোন কৈফিয়ৎ নাই, এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে।

৭৭। এইরূপ নহে, বরং যে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তাহা হইলে (সে যেন মনে রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

৭৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীকার এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদের জন্য পরলোকে কোন অংশ হইবে না এবং কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত আছে।

৭৯। এবং নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে যাহারা কিতাব (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের (কথা মিলাইয়া) জিহ্বা সমূহকে এমন ভাবে মুচড়ায় যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের মধ্য হইতে নহে, এবং তাহারা বলে, উহা আল্লাহর তরফ হইতে; অথচ উহা আল্লাহর তরফ হইতে নহে, এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে।

৮০। কোন (সত্যপরায়ন) মানুষের জন্য ইহা শোভনীয় নহে যে আল্লাহ তাহাকে কিতাব, রাজত্ব এবং নবুয়ত দান করেন এবং সে লোকদিগকে বলে যে আল্লাহকে ছাড়িয়া আমার বান্দা হও, বরং (সে ইহাই বলিবে যে) তোমরা আল্লাহরই হইয়া যাও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং এই জন্য যে তোমরা তাহা পাঠ কর।

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সম্ভব) নহে যে সে তোমাদিগকে এইরূপে আদেশ দিবে যে তোমরা ফেরেশতাগণকে এবং নবীগণকে রব্ব রূপে গ্রহণ কর; তোমরা মুসলমান হইবার পর কি সে তোমাদিগকে কাফের হইবার আদেশ দিবে?

৯ম রুকু

৮২। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আল্লাহ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, যে কিতাব এবং হিকমতই আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসুল আসে যে সেই কালামকে পূর্ণ করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, নিশ্চয় তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে নিশ্চয় সাহায্য করিবে; তিনি বলিলেন, তোমরা কি ইক্‌রার করিলে এবং এই বিষয়ে তোমরা আমার (পক্ষ হইতে) দায়িত্ব কবুল করিলে? তাহারা বলিল, আমরা ইক্‌রার করিলাম; তিনি বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমি তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত (এক সাক্ষী) রহিলাম।

৮৩। অতঃপর যাহারা এই ইক্‌রারের পর ফিরিয়া যাইবে তাহারাই নাফরমান।

৮৪। অতঃপর তাহারা কি আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত (অন্য দ্বীন) চাহে? অথচ আসমান সমূহে এবং যমীনে যে কেহ আছে, সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় তাঁহার ফরমাবরদার রহিয়াছে এবং তাহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে।

৮৫। বল, আমরা আল্লাহর উপর এবং যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং

যাহা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল ও ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা মুসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের রব্বের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপর আমরা ঈমান রাখি ; আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও (অন্যজন হইতে) কোন পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাঁহার ফরমাবরদার।

৮৬। এবং যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহে তবে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) তাহার নিকট হইতে উহা কিছুতেই কবুল করা হইবে না, এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৮৭। কেমন করিয়া আল্লাহ ঐ জাতিকে হেদায়ত দিবেন যাহারা ঈমান আনিবার পর কুফর করিয়াছে, এবং তাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিল যে এই রসুল সত্য, এবং তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহও আসিয়াছিল ? এবং আল্লাহ যালেম জাতিকে হেদায়ত দেন না।

৮৮। ইহারা এমন লোক, যাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানব জাতির সকলেরই অভিশাপ।

৮৯। তাহারা উহাতে (অর্থাৎ অভিশাপে) দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

৯০। তবে ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা ইহার পর তওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং বারবার করুণাকারী।

৯১। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনার পর কুফর করিয়াছে এবং কুফরে আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাদের তওবা আদৌ কবুল করা হইবে না, বস্তুতঃ তাহারাই পথভ্রষ্ট।

৯২। নিশ্চয় যাহারা কুফর করিয়াছে এবং কুফরের অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসাবে পেশ করে, তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে আদৌ কবুল করা হইবে না ; ইহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) আছে এবং তাহাদের কেহই সাহায্যকারী হইবে না। (ক্রমশঃ)

মূল :—হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
বঙ্গানুবাদ :—মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।। যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই ।। [উর্দু দুররে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

৫৪৪। হযরত নাওয়াস বিন নো'মান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সকালে দাজ্জালের * বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহার (সাঃ) আওয়াজ কখনও নিম্ন কখনও উচ্চ হইতেছিল। তিনি (সাঃ) এরূপে বিবরণ বর্ণনা করিতেছিলেন যে, আমরা ভাবিলাম সম্ভবতঃ দাজ্জাল আমাদের নিকটস্থ 'খেজুরবাগানের কোন অংশে এখন আছে। যখন আমরা সন্ধ্যায় হুজুর (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হইলাম, তখন আমাদের এরূপ ধারণা টের পাইয়া তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "তোমাদের এরূপ ধারণা করার কারণ কি ?" আমরা বলিলাম: 'আপনি সকালে দাজ্জালের যখন বিবরণ বলিয়াছেন তখন আপনার (সাঃ) আওয়াজ কখনও নীচু হইত, কখনও উর্ধে উঠিত। এই বিশেষ বর্ণনা-কৌশল হইতে আমাদের বোধ হইল যে, দাজ্জাল যেন এই বাগানেরই কোন অংশে আছে।' হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন: "তোমাদের জন্য দাজ্জালের ফিৎনার কোন ভয় আমার নাই। যদি উহা এখন উপস্থিত হয়, যখন আমি তোমাদের মধ্যে আছি, তবে আল্লাহ্‌তায়ালার তৌফিকে আমি উহার মুকাবিলা করিব এবং তোমাদের কাছে উহার ক্রিয়া পৌঁছিতে দিব না। আর যদি আমার পর উহা প্রাদুর্ভূত হয়, তবে মূলতঃ আল্লাহ্‌তায়ালাই আমার স্থলে প্রত্যেক মুসলমানের নিগেহ্‌বান। তিনিই হিফাজতের ব্যবস্থা করিবেন। তবু প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য উহার সহিত সংগ্রামার্থে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কারণ মানুষের চেষ্টাই আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য আকর্ষণের ও সমর্থন লাভের মূল উপায়। যাহা হউক, দাজ্জালের দৃশ্য আমাকে এরূপ দেখানো হইয়াছে, যেন উহা কুকড়ানো চুল বিশিষ্ট এক যুবক, যাহার নেত্রগোলক কোলা। তাহার অবয়ব আব্দুল উযযা বিন্ কাতানের সহিত অনেকটা খাপ খায়। যাহারই সঙ্গে কখনো উহার সংগ্রাম হয়, তখন সে

---

(১) * ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯ ও ৫৫০ নং হাদিসগুলিও পাঠ করুন। একত্রে এই সবগুলি হাদিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দাজ্জাল ও খ্রীষ্টান জাতিগুলি একই। কারণ কোন কোন হাদিসে আখেরী জামানায় (শেষ যুগে) দাজ্জালের প্রভুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন হাদিসে রোমকেরা, তথা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানগণ প্রভাবশালী হওয়ার কথা আছে। ইহাদের ধর্মীয় প্রভাব অর্থাৎ, ক্রুশের বিশ্বাসকে মসীহ মওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) ভঙ্গ করিবেন। সুতরাং একই সঙ্গে উভয়ের প্রভাব একই সত্তা নির্দেশক। বিভিন্ন গুণের দিক হইতে কখনো 'দাজ্জাল' এবং কখনো 'ইয়াজুজ-মাজুজ' বলা হইয়াছে। (৫৫০ নং হাদিস দ্রষ্টব্য)। 'দাজ্জাল' অর্থ-ধর্মকেও বাণিজ্যিক রূপদাতা, মূর্ত প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, শিল্প-ব্যবসায়ে নিপুন দল। 'ইয়াজুজ মাজুজ' অর্থ যাহারা অগ্নি অধিক ব্যবহার করিবে এবং তাহাদের সমগ্র উন্নতি অগ্নির উপর নির্ভর করিবে। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের ইহাও এক লক্ষণ যে তাহারা ইহুদীদের সমর্থন করিবে এবং ইহুদীরা তাহাদের সাহায্য করিবে। (দেখুন, হাদিস নং ৫৫১, ৫৫২)। ৫০৯ নং হাদিসে দাজ্জালকে 'বয়তুল্লাহর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ' করিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে ইহাই প্রতিপাদ্য যে, দাজ্জাল ইসলামের প্রতীক 'বয়তুল্লাহ্ শরীফে'র বিলোপ সাধনের চেষ্টা করিবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ (মসীহে মওউদ আঃ) উহাদের সম্যক পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবেন।

উহার অনিষ্ট হইতে বাঁচার জন্য সুরাহ কাহাফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলি পাঠ করিবে। ঐ আয়াত গুলিতে তাহার ইন্দ্রজালের জবাব ও প্রতিকার আছে। উহা সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রাদুর্ভূত হইবে। ডানে বামে যেদিকেই অভিযাত্রা করিবে সেদিকেই কাতল গারতের বাজার গরম করিয়া চলিবে। সুতরাং হে খোদার বান্দাগণ, তোমরা দৃঢ়-পদ থাকিবে।" আমরা নিবেদন করিলাম: 'হে রাসুলুল্লাহ, উহা পৃথিবীতে কত কাল থাকিবে?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "চল্লিশ দিন। কোথাও এক দিন এক বৎসরের সমান হইবে। কোথাও এক দিন এক মাসের সমান হইবে। কোন স্থানে এক দিন এক সপ্তাহবৎ হইবে। আর বাকী সাম্যাঞ্চলে তোমাদের দিনের সমান দিনই হইবে।" আমরা নিবেদন করিলাম: 'হে রাসুলুল্লাহ, বৎসরের সমান দিনে এক দিনের নামায কি যথেষ্ট হইবে?' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "ইহার জন্য তোমাদের অনুমান করিতে হইবে।" আমরা নিবেদন করিলাম: হে রাসুলুল্লাহ, সেই দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দ্রুত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পৌঁছিবে? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "উহাতে মেঘমালার ন্যায় এত দ্রুতি থাকিবে তুমুল বায়ু প্রবাহ যাহাকে পিছন হইতে ধাবিত করিতেছে। উহা এক জাতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উহার দিকে আহ্বান করিবে। ইহারা উহার উপর ঈমান আনিবে এবং উহার সব হুকুম মানিবে। ইহাতে সে মেঘের প্রতি আদেশ দিবে উহাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিতে। ভূমিকে বলিবে, তাহাদেরকে ফসল দেওয়ার জন্য। তাহাদের জন্তুগুলি খোলা চরিবার পর যখন সন্ধ্যায় ফিরিবে, তখন উহাদের স্কন্ধ-স্থান উন্নত, এবং দুগ্ধ-স্থান দুগ্ধে ভর্তি এবং উহাদের কোঁথ বেশ ভরা থাকিবে। বস্তুতঃ, তখন তাহাদের বেশ স্বচ্ছল ও ধনযুক্ত সময়। অতঃপর, দাজ্জাল আরো কোন কোন লোকের নিকট যাইবে এবং উহাদিগকে নিজ দিকে ডাকিবে। কিন্তু তাহারা উহার ডাক মানিবে না। তাহার বাক্য পালন করিবে না। দাজ্জাল তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলে তাহারা ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইবে। তাহাদের হাতে কিছু থাকিবে না। তাহাদের সব কিছু লুণ্ঠিত হইবে। এদিকে দাজ্জাল অনুর্বর মরু-স্থান দিয়া যাইবে। তখন অনুর্বর মরুকে বলিবে: হে, 'মরু' তোমার ভাণ্ডার খোলো, তখন সব স্থানের ভাণ্ডার মধুমক্ষিকার ন্যায় উহার পিছনে ছুটিবে। অতঃপর, সে এক সুসজ্জিতা ধীর প্রকৃতির যুবতীকে ডাকিবে। তাহাকে তলোয়ারের আঘাত দ্বিভাগ করিবে এবং এক এক খণ্ডকে এক তীর তফাৎ পৃথক করিয়া রাখিয়া আবার ডাকিবে। তখন উভয় খণ্ড তড়িৎ উপস্থিত হইবে এবং পরস্পর জোড়া লাগিয়া হাসিতে হাসিতে দাজ্জালের নিকট মহা আনন্দে দৌড়াইয়া পৌঁছাইবে। এরূপ ভৌতিক কাণ্ড দাজ্জাল প্রদর্শন করিতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহ্‌তায়ালা মসীহে মওউদ, তথা প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহেস সালামকে আবির্ভূত করিবেন। তিনি (অর্থাৎ হযরত ঈসা সদৃশ প্রতিশ্রুত মসীহ্) দামেশকের পূর্ব দিকে শুভ্র মিনারার সন্নিকট দুই জরদ রঙ্গের চাদর পরিহিত অবস্থায় দুই ফেরেশতার স্কন্ধে হাত রাখিয়া অবতীর্ণ হইবেন। তিনি যখন তাঁহার মাথা নাড়াইবেন, তখন মুক্তাবৎ স্বেত বিন্দু তাঁহার মাথা হইতে ঝর ঝর পড়িবে। যে কাফের পর্যন্ত তাঁহার নিঃশ্বাসের গরম পৌঁছাইবে, সে সেখানেই স্তুপ হইয়া পড়িবে। তাঁহার নিশ্বাসের তেজ ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাইবে যতদূর পর্যন্ত তাঁহার নজর যাইবে। মসীহে মওউদ আলাইহেস সালাম দাজ্জালের তালাসে বাহির হইবেন এবং 'লুদ' নামক স্থানে যাইয়া তাহাকে পাইবেন। সংগ্রাম পূর্বক তাহাকে কাতল করিবেন। অতঃপর, মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম এরূপ লোকদের কাছে যাইবেন, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা দাজ্জালের প্রভাব হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। তিনি লোকদের চেহারা হইতে ময়লা সাফ করিবেন এবং জান্নাতে তাহাদের যে স্থান তাহা তাহাদিগকে জানাইবেন। এই সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা মসীহে মওউদ আলাইহেস সালামকে ওহীর দ্বারা

সংবাদ দিবেন যে, 'তিনি এখন এরূপ লোকদিগকেই উত্থিত করিয়াছেন, যাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। এজন্য হে মসীহ মওউদ, আপনি আমার বান্দাগণকে পর্বতের দিকে সুরক্ষিত অবস্থায় লইয়া যাউন।' বস্তুতঃ ইত্যাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজকে অভ্যুত্থিত করিবেন। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে তড়িৎ বেগে অবতরণ করিতেছে দেখা যাইবে। ইয়াজুজ মাজুজ পঙ্গপাল বাহিনী ইপিয়ন উপসাগরের পার্শ্ব দিয়া যাইবে এবং উহার সম্যক পানি পান করিয়া ফেলিবে। এই যুদ্ধ-বাহিনীর শেষাংশ যখন সেখানে পৌঁছাইবে, তখন বলা হইবে: 'এখানে কোন সময় পানি ছিল। উহা এখন কোথায় গেল?' এই প্রাণস্পর্শী অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার নবী ঈসা (মসীহ মওউদ আঃ) তাঁহার সাথীগণ সমেত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবেন। খাদ্য দ্রব্যের এত অভাব ঘটিবে যে, ষাঁড়ের একটা মাথা এখনকার একশত দিনার তথা স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষাও সস্তা ও ভাল বোধ হইবে। অত পর আল্লাহ্‌তায়ালার নবী ঈসা (মসীহে মওউদ আঃ) এবং তাঁহার সাথীগণ আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে দোয়া করিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের দোয়া কবুল করিয়া ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের ঘাড়ে জীবাণু পয়দা করিবেন। তৎফলে তাহারা এলদম ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর, আল্লাহ্‌তায়ালার নবী (মসীহে মওউদ আলাইহেস সালাম) এবং তাঁহার সাথীগণ সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। কিন্তু সমস্ত ভূভাগে এক বিঘত স্থানও ইয়াজুজ-মাজুজের লাস এবং ঐগুলির দুর্গন্ধ হইতে খালি পাওয়া যাইবে না। ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার নবী মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম এবং তাঁহার সাথীগণ দোয়া করিবেন। তখন আল্লাহ্‌-তায়ালা এরূপ সব পাখী পাঠাইবেন, যাহাদের গর্দান জবরদস্ত 'বখ্‌ত' উষ্ট্র সমূহের ন্যায় হইবে। ঐ সব পাখী এই লাসগুলি উঠাইয়া ঐ স্থানে ফেলিয়া আসিবে, যেখানে ফেলিবার আদেশ আল্লাহ্‌তায়ালা দিবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। এমন কি, কোনো বাড়ী থাকিবে না, কোন তাবু থাকিবে না—সবই কিছু এবং সমস্ত ভূমি বিধৌত হইবে এবং আয়নার মতো সাফ হইয়া পড়িবে। অতঃপর, ভূমিকে বলা হইবে: 'তোমার ফল-ফুলও শস্যরাজি উৎপন্ন কর। তোমার বরকত, তোমার আশিস ফিরাইয়া আন।' এহেন কল্যাণময় সময়ে একটা আনারে পুরা এক জমাত পরিতৃপ্ত হইবে। আনারের খোসা এত বড় হইবে যে, উহার নীচে পুরা এক দল লোকের সমবেত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং দুগ্ধদায়িনী এক উষ্ট্রী এক বড় জামাতের জন্য যথেষ্ট হইবে। এক ছাগী পুরা গৃহবাসীর জন্য যথেষ্ট হইবে। সুতরাং, এরূপ স্বাচ্ছন্দ, আরাম ও সমৃদ্ধির অবস্থায় মানুষ বসবাস করিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এক পবিত্র মনোরম হাওয়া চালাইবেন, যাহা মানুষের বাহুমূল, বগল দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে এবং মুমেনগণের রূহ কবজ করিয়া চলিবে। শুধু দুষ্ট লোকগুলি বাকী থাকিবে। তাহারা গর্দভের ন্যায় প্রকাশ্যে কুকর্ম ও লজ্জাহীনতার কার্য করিবে। এরূপ বদকার, দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের উপর কিয়ামত কায়েম হইবে।"

['মুসলিম; কিতাবুল ফেতান, 'বাবু যিকরিদ দাজ্জাল ওয়া সিফাতিহি ওয়া মা মায়াহু, ২:৩২৯, ৩৩১ পৃঃ এবং আবু দাউদ; ৫৯৩]

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

কুরআন করীমের চিরসজীব অলৌকিকতা

"অবশেষে উহাই (অর্থাৎ, কুরআন করীম) উজ্জ্বল আলোকরশ্মী বিকিরণের হেতু হয় এবং আশ্চার্য হইতেও আশ্চাতর বিষয় সমূহের জ্ঞান দান করে এবং তদ্বারা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য উন্নতির শিখরে পৌঁছে। সত্যনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তিগণ কুরআন শরীফের আলোক মালার অধীনে চলিবার মহা সুখ ও সৌভাগ্য সর্বদা লাভ করিয়া থাকেন। যখনই কোন নতুন যুগের নুতন পরিস্থিতি অন্য কোন ধর্মের সংঘর্ষ ও মোকাবেলা ঘটায়, তখনই কুরআন করীমের তীক্ষ্ণ ও ধারালো অস্ত্র উহার কার্য সাধন করে। তেমনি, যখন কোথাও কোন বৈরী দার্শনিক ধারণা প্রকাশিত হয়, সেই দুষ্ট পল্লবের মূলোৎপাটনও কুরআন শরীফই করে। উহাকে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তুতে পরিণত করে এবং দর্শকগণের সামনে আয়নার ন্যায় তুলিয়া ধরে যে সাচ্চা দর্শন হইল এই, উহা নহে। বর্তমান যুগেও যখন খ্রীষ্টান যাজকেরা মাথা চাড়া দিল এবং বুদ্ধিহীন অজ্ঞ লোকদিগকে তৌহীদ হইতে টানিয়া নিয়া এক নিঃসহায় বান্দার উপাসক করিতে চাহিল এবং তাহাদের ভেজালকে ভ্রান্তির তর্কে সজ্জিত করিয়া উহাদের সম্মুখে ধরিল এবং ভারতবর্ষে এক তুমুল তুফান উত্থাপিত করিল, তখন কুরআন করীমই ছিল, যাহা তাহাদিগকে পিছপা করিল। এখন তাহারা কোনো ওয়াকেফহাল মানুষকে মুখ দেখাইতেও পারে না। কুরআন করীম তাহাদের লম্বা চৌড়া ওজর-আপত্তিকে এমন পৃথক করিয়া দিয়াছে যেমন কেহ কাগজের কোন তক্তাকে গোটাইয়া দেয়।"

"ইতিপুর্বেও আমি লিখিয়াছি যে কুরআন শরীফের অত্যাশ্চর্য বিষয় সমূহ ইল্‌হাম যোগে অধিকাংশ সময়ে আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। অধিকাংশ স্থলে এরূপ হয় যে, তফসীর গ্রন্থ সমূহে উহাদের নাম-গন্ধও নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফের এক অর্থের সংগে যদি অন্য অর্থও হয় তবে উভয়ে কোন সংঘাত হয় না। কোন স্ব-বিরোধ জন্মায় না। কুরআন করীমের হেদায়েতের কোন ত্রুটিও হয় না। বরং এক নূরের সঙ্গে আর এক নূর মিলিত হইয়া কুরআন করীমের আলোক মহিমা স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশিত হয়। বর্তমান যুগ উহার অপরিসীম পরিবর্তনের ফলে অশেষ বিচিত্র ভাব-ধারনার প্রবল প্রেরণা দান করিতেছে। সুতরাং যুগের বিচিত্র প্রকাশে নিত্য নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হেতু একটি জরুরী ও মৌলিক প্রয়োজন এই যে, এখন ইত্যাকার পরিস্থিতিতে যে কেতাব (কুরআন) 'খাতামুল কুতুব' হওয়ার দাবী করে, যদি তাহা যুগের প্রত্যেক সদ্যরূপ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে ফয়সালা দানে যথোপযোগীভাবে প্রবৃত্ত না হয়, তবে তাহা কখনও 'খাতামুল কুতুব'

বলিয়া টিকিতে পারে না। যদি এই কিতাবে ঐ সব সরঞ্জাম নিহিত থাকে, যাহা প্রত্যেক যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কুরআন শরীফ অফুরন্ত তত্ত্বপূর্ণ ভাণ্ডার। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কুরআন প্রতিটি যুগের প্রয়োজন পুরাপুরি সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক 'কামেল মুলহাম' (পূর্ণ এলহাম প্রাপক)-এর সহিত আল্লাহতায়ালার রীতি এই যে, তিনি সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী ফুরকান শরীফের অন্তর্নিহিত আশ্চার্য বিষয়াবলী তাহার নিকট প্রকাশ করেন।

ইহাই সেই জামানা, সেই যুগ, যখন সহস্র সহস্র ধরণের যুক্তির আক্রমণ ইসলামের উপর করা হইয়াছে। এবং আল্লাহতায়ালা বলেন :

و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم -

('ওয়া ইম্মিন ইল্লা ইন্দানা খাজায়েনুহু ওমা নুনাজ্জেলুহু' ইল্লা বেকাদারিম মা লুম') হিজর-২২।

"অর্থাৎ 'প্রত্যেক জিনিষেরই ভাণ্ডার সমূহ আমাদের কাছে আছে; প্রয়োজনানুসারে আমরা তাহা অবতীর্ণ করি।" সুতরাং কুরআনের গভীর স্তর সমূহে লুক্কায়িত যাবতীয় 'হাকায়েক ও মুয়ারেফ' যাহা সত্য ধর্ম ও দর্শন বাহির্ভূত বিষয়াবলীকে প্রতিহত করে, উহাদের আত্ম-প্রকাশের অময় সমাগত। ইহা কখনও সম্ভবপর ছিল না যে, ঐ সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত না হইত, অথচ ইসলাম সকল বাতিল ধর্মের উপর প্রধান্যও লাভ করিত। কারণ, সত্যিকার ও প্রকৃত বিজয় উহাই, যাহা গভীর তত্ত্ব ও তথ্য পূর্ণ সত্যাবলীর সৈন্যবাহিনীর দ্বারা লাভ হয়। সুতরাং এই সেই বিজয়, যাহা এখন ইসলাম লাভ করিতেছে। সুনিশ্চিত যে এই ভবিষ্যদ্বাণী এই জামানা ও এই যুগের সম্বন্ধেই 'সালফে সালেহীন' (পূর্ববর্তী সাধুগণ) এরূপই বুঝিয়া এবং বলিয়া আসিয়াছেন। এই জামানাও প্রকৃতপক্ষে সেই যুগ যাহা স্বতঃ তাকিদ করিতেছে যে, কুরআন শরীফ ঐ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করে, যাহা ইহার গভীর স্তর সমূহে লুক্কায়িত আছে। এ কথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, আল্লাহ জল্লা শানুহুর কোন সৃষ্ট বস্তুই গভীর তত্ত্ব ও আলৌকিক ক্রিয়াশূন্য নয়। যদি এক মক্ষিকার বিশেষত্ব ও আশ্চার্য ক্রিয়াবলী সম্পর্কে কিয়ামত কাল পর্যন্ত গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া যাও, তবেও কখনও শেষ হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ইহা ভাবা আবশ্যক, কুরআন করীমের তত্ত্বপূর্ণ বিশেষত্ব ও আশ্চার্য ক্রিয়ার মহিমা ও মর্যাদা কি মক্ষিকার সমকক্ষও নহে? কোন সন্দেহ নাই যে, পবিত্র কুরআনের ঐ সমস্ত অলৌকিকত্ব সমগ্র সৃষ্টির সম্যক অলৌকিকতা হইতেও অনেক বড়। কারণ, তুলনা মূলকভাবে সব জড় সৃষ্টির মুকাবিলায় কুরআন করীম আল্লাহতায়ালার 'কালাম' হিসাবে অনেক বড়। ইহার অস্বীকার, প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদ আল্লাহর তরফ হইতে হওয়ার অস্বীকৃতি। কারণ, পৃথিবীতে এরূপ কোনও জিনিষ নাই, যাহা খোদাতায়ালার দিক হইতে আসে অথচ তাহাতে অফুরন্ত আশ্চার্য ক্রিয়া পাওয়া না যায়। বস্তুতঃ কুরআন শরীফের যে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্য ঐশী-জ্ঞান বৃদ্ধি করে, তাহা সর্বদা প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশিত হয় এবং নতুন নতুন জটিলতার সময় উহার নতুন

মহা জ্ঞানপূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয়। ইহা সুস্পষ্ট সত্যকথা, কুরআন করীম স্বয়ং মো'জেযা এবং অপরিসীম মহান অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। ইহা অনন্ত তথ্য ও তত্ত্বের আকর। কিন্তু সময় ছাড়া তাহা প্রকাশিত হয় না। যতই সমসাময়িক সংটাবলীর তাকিদ সৃষ্টি হয়, ততই ঐ সকল গোপন তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। দেখ, জড় বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা প্রায়ই কুরআন শরীফের প্রতি বিরোধ ও অবহেলা ঘটানোর জন্য নিয়োজিত, আজ উহা কত জোড়ালো উন্নতি করিতেছে। গণীত, পদার্থ বিদ্যা ও দার্শনিক গবেষণায় কত আশ্চর্য ঘটাইতেছে। এহেন জটিল যুগে কি প্রয়োজন ছিল না যে, ইমান ও ইরফানের তরক্কীর জন্যও দ্বার উদঘাটিত হইত, যাহাতে নব উদ্ভাবিত অনিষ্ট দমন সহজতর হইত। সুতরাং নিশ্চিত জানিও, সেই দ্বার-উদঘাটন হইয়াছে এবং খোদাতায়ালা ইরাদা করিয়াছেন যে, কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত গোপন আশ্চার্য বিষয়াবলী পৃথিবীর গর্বিত দার্শনিকগণের নিকট প্রকাশ করা হয়। এখন ... ... ইসলামের শত্রুরা আল্লাহতায়ালার এই অভিপ্রায় রোধ করিতে পারে না। যদি তাহারা তাহাদের শত্রুতা হইতে বিরত না হয়, তবে ধ্বংস হইবে এবং মহিমান্বিত, পরাক্রমশালী 'কাহ্‌হার' খোদার 'কহরী প্রস্তর' এমন পড়িবে যে, মাটিতে মিশাইয়া দিবে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি এই অজ্ঞদের আদৌ লক্ষ্য নাই। তাহারা চায়, কুরআন করীম যেন পরাস্ত, দুর্বল, শক্তিহীন ও তুচ্ছ বলিয়া দেখায়। কিন্তু এখন সে এক মহাবীর যোদ্ধার ন্যায় আত্ম প্রকাশ করিবে। হাঁ, সে এক ব্যাঘ্রের ন্যায় ময়দানে উপস্থিত হইবে এবং আপন প্রাধান্য স্থাপন করিবে এবং ليظهره على الدين كله ("লেয়ুজহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি" অর্থাৎ "যাহাতে ইসলাম সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করে") সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবে এবং وليمكنن لهم دينهم ('ওলে য়ুমাক্কে নান্না লাহুম্ দ্বীনাহুম্' অর্থাৎ, 'নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিবেন') রূহানীভাবে চরমে পৌঁছিবে। কারণ পৃথিবীতে ধর্মের পূর্ণ সংস্থাপন শুধু বল প্রয়োগে সম্ভবপর নহে। ধর্ম তখনই বিশ্বে কায়েম হয়, যখন উহার মুকাবিলায় কোন ধর্ম দাঁড়ানো না থাকে এবং শত্রু বাধা প্রদান ত্যাগ করে। এখন সেই সময় সমাগত। এখন সেই সময় উপস্থিত, যখন অজ্ঞদের বাধা প্রদানে বাধা তিষ্ঠিবে না। এখন সেই 'ইব্‌নে মরিয়ম', যাঁহার রূহানী পিতা পৃথিবীতে 'মুয়াল্লিমে হাকিকী' (মূল অধ্যাত্মিক শিক্ষা দাতা আল্লাহতায়ালা) ছাড়া আর কেহ নয়, যিনি উক্ত কারণেই আদমের অনুরূপ, তিনি এখন কুরআন করীমের ধন ভাণ্ডার লোকের মধ্যে বিতরণ করিবেন। এমন কি, মানুষ গ্রহণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং لا يقبله احد ('লাইয়াকবেলুহু আহাদুন্', 'কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না') হাদিসের বাণীর সত্যতা প্রকাশ করিবেন এবং প্রত্যেক হৃদয়পাত্র উহার পরিসর অনুযায়ী পূর্ণ হইবে।"

(ইজালায়ে আউহাম, ৫৬৪-৫৬৭ পৃঃ)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতর পর — ২)

যাহা হউক, এখন আমাদের চক্ষু সেই বস্তু দেখিতে পারিবে না, যাহা খোদা প্রাপ্ত লোকদের জন্য পরকালে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) খুব পরিস্কার করিয়া এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এখন আমি ইহা বলিতেছি যে, খোদাতায়ালা এই দুনিয়াতে শুধু মোমেনদিগকেই আত্মিক ও পার্থিব কাজের জন্য বিনিময় দেন না, বরং তিনি রব এবং রহমান হওয়ার দরুন কাফেরদিগকেও তাহাদের কাজের বিনিময় দিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাদের কর্ম-প্রচেষ্টা যাহা তাহারা এখনও আরম্ভ করে নাই তিনি তাহাদের জন্য পূর্বেই সফলতা লাভের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের পার্থিব প্রচেষ্টার ফলে তাহাদের পার্থিব সফলতার দিকে লইয়া যান।

অতএব, যে দেশে খোদাতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাতনা দিবার মনোভাব অতিমাত্রায় দেখা দেয়, সেই জাতি উন্নতি করিতে পারে না। এবং খোদাতায়ালাকে যাহারা চিনে না এবং তাঁহার জ্ঞান যাহারা রাখে না তাহারাও যদি উক্ত নীতি বুঝিতে সক্ষম হয়, (যদি তাহারা ইহাও না বুঝিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা উক্ত নীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কিন্তু মূলতঃ নীতিটি বুঝিতে পারিলে যে, পার্থিব উন্নতির জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট দূর করা যায়,) তাহা হইলে দেশের অবস্থা শোধরাইতে পারে। কারণ প্রত্যেকেই যদি দুঃখী হয়, তাহা হইলে কিভাবে সে জাতি সমৃদ্ধিশালী হইবে? তাহাদের মুখে কি ভাবে হাসি ফুটিবে? ইহার শুধু ইলাহী জামাতের জন্যই ব্যতিক্রম আছে। দুনিয়ার লোকেরা মনে করে তাহারা ইহাদিগকে যাতনা দিতেছে, তথাপি ইহাদের মুখে পূর্ববৎ হাসি ফুটিতেছে। ইহা এজন্য হয় যে, ইলাহি জামাতের হাসিমুখের উৎস খোদাতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁহার রহমত হইয়া থাকে। পার্থিব কোন বিষয়ই তাহাদের মুখের হাসি ছিনাইতে পারে না। খোদাতায়ালার ভালবাসা তাহাদের হাসির উৎস এবং খোদাতায়ালার ভালবাসাকে পৃথিবীর কোন শক্তি হরণ করিতে পারিবে না। দুনিয়া মনে করে যে তাহাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ খোদাতায়ালার ভালবাসায় এমন ভাবে পূর্ণ যে, তাহাদের প্রতিটি লোম-কূপ হইতে উহার স্বাদ এবং আনন্দ বহির্গত হইতে থাকে। অতএব এই দুই আয়াতের তফসীর দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, দুনিয়াতে দুই প্রকারের লোক হইয়া থাকে: প্রথম, যাহারা অপরকে দুঃখ দিয়া আনন্দ লাভ করে। আল্লাহ্‌তায়ালা এইরূপ লোকদিগকে হেদায়েত করিবার উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং জাতিকে এই ধরণের মনোভাব

হইতে নিরাপদে রাখুন। দ্বিতীয়তঃ সেই শ্রেণীর লোক, যাহারা অপর সকলকেই সুখ ও শান্তি পৌঁছাইতে প্রস্তুত থাকে, অপন পর কিছুই দেখেনা, বরং প্রত্যেককেই শান্তি দিতে চেষ্টা করে। এই জন্য শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে কোন আহমদীকে কোন আহমদী অন্বেষণ করার কোন প্রয়োজন করে না, বরং শান্তি দিবার জন্য যে কোন মানুষ, অথবা পশু বা কোন অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণী বা সৃষ্টির প্রয়োজন। পৃথিবী হইতে দুঃখ নিবারণ করা তাহার আদর্শ হওয়া কর্তব্য। যদি খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হয় তাহা হইলে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ যদি সে দুনিয়াতে দুঃখ দিবার কারণ হয়, তাহা হইলে সে খোদাতায়ালার রহমত এবং তাঁহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইবে।

তৃতীয় কথা উক্ত আয়াতগুলি হইতে আমরা এই বুঝিতেছি যে **কোরআন আজীম এক মহান শরীয়ত**। তিনি উহাতে সৃষ্টির অধিকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং সংশোধনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন : ا ـ ـ ـ

আমি এই জাতীয় লোকদিগকে বলি যে, দেখ! কোরআন করীম প্রতিশোধ গ্রহণ করিবারও নীতি তৈয়ার করিয়াছেন এবং উহার জন্য আহকাম জারী করিয়াছেন। কোরআন করীম এই কথা বলে নাই যে, তোমরা নিজে খুশীমত যে প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও,সে প্রকারেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে! যথা, কোরআন করীম এক অতি উত্তম নীতি নির্ধারণ করিয়াছে—প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সংশোধন হওয়া। যদি কাহাকেও ক্ষমা করিলে সংশোধন হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হয় নাই। আইন ভঙ্গ করিবার অনুমতিও তোমাকে দেওয়া হয় নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কিছুটা দীর্ঘ। আমি নীতিগত ভাবে ইহা বলিতেছি যে, নিজে নিজে আইন তৈয়ার করিওনা। কোরআন করীম বলিতেছে, তুমি এই ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিওনা যাহার ফলে সীমা লঙ্ঘন কর। তুমি কাহারো প্রতিশোধ এই ভাবে গ্রহণ করিও না যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি জুলুম করিয়াছে, উহার প্রতিশোধ লইতে যাইয়া তুমিও আবার তাহার উপর জুলুম কর এবং তাহার অধিকার ক্ষুন্ন হইয়া যায়। এমন কাজ করার খোদা তোমাকে অনুমতি দেন নাই। তুমি প্রতিশোধ লইবার বেলায় ইহা মনে রাখিবে যে, যদি তাহার সংশোধনের আশা রাখ তাহা হইলে তোমার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া হইলেও তাহার সংশোধন করিবার চেষ্টা কর। তুমি কাহারও সন্তুষ্টি এবং সুখের জন্য নিজের অধিকার কোরবানী করিয়া যাও। অতএব আমাদিগকে কোরআনে আজীমের হেদায়েতের উপর সব সময় চিন্তা করিতে হইবে এবং নিজের কার্য্যাবলী সেই ভাবে সাজাইয়া লইতে হইবে। ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে খোদাতায়ালার প্রীতি এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করা। তাহার জন্য এই ক্ষুদ্র জীবনে সর্ব প্রকার কষ্ট উঠাইয়া এবং সব রকম কোরবানী করিয়া নেক কাজ পালন করা কর্তব্য, যেন সেই জীবন যাহা সমাপ্ত হইবার নহে উহাতে চিরকালের জন্য আমরা সুখ এবং আনন্দ লাভ করিতে পারি, খোদা আমাদের জন্য এইরূপই করুন। আমীন

[দৈনিক 'আল-ফজল' ৫ই এপ্রিল ১৯৭৫ হইতে অনুদিত এবং জুলাই ও আগষ্ট ১৯৭৫ ইং-এর পাক্ষিক 'আহমদী' সংখ্যাগুলি হইতে পুনঃ প্রকাশিত।]

অনুবাদ : মোঃ এ. কে. এম. মুহিবুল্লাহ,
সদর মুরুব্বী, (অবসর প্রাপ্ত)

আমার মস্তক আহমদ (সাঃ)-এর চরণধুলায় লুণ্ঠিত।
আমার হৃদয় সদা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান।।
(ফারসী দুররে সমীন)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

খোৎবা ঈদুল আজহীয়া

হযরত মুসলেহ মাওউদ খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)

[লণ্ডনে ৩১শে জুলাই ১৯৫৫ইং তারিখে প্রদত্ত]

মুসলমানগণ যাহাকে 'ঈদুল আজহিয়া' তথা কুরবানীসমূহের ঈদ' বলেন—এই ঈদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একজন পুত্রের স্মরণে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, যাহাকে কোরবানী করার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই আদেশ পালনে তিনি প্রস্তুত ও তৎপর হইয়াছিলেন। সেই পুত্র কে ছিলেন—এ সম্বন্ধে ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। বাইবেল বলে, তিনি ইসহাক (আঃ) ছিলেন। কুরআন করীম বলে, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল (আঃ)। তবে যতটুকু এই ঘটনা নিঃসৃত শিক্ষা ও সারবস্তুর সম্পর্ক—উৎসর্গকৃত পুত্র ইসহাক হউন বা ইসমাইল—তাহাতে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না। কথা একই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে খোদাতায়ালা তাঁহার এক পুত্রের কুরবানী পেশ করার আদেশ দিয়াছিলেন এবং তিনি তাহা সর্বান্তঃকরণে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু (এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বাইবেলের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও প্রক্ষেপের কথা বাদ দিলেও—অনুবাদক) যতটুকু উক্ত ঘটনার নৈতিক দিকটার সম্পর্ক সেই দিক হইতে কুরআন করীম বর্ণিত ঘটনা অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাইবেল বলে যে, খোদা ইব্রাহীমের প্রতি ইসহাককে কতল (জবাই) করার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন এবং তাহা তিনি মানিয়া লইলেন। কিন্তু এর সঙ্গেই বাইবেল বলে যে, যখন তিনি তাঁহাকে জবাই করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে বাঁধা দান করিয়া বলিল, 'তাহাকে জবাই করিও না, বরং একটি ছাগ যাহা ঝোপের মধ্যে আটকা পড়িয়া দাঁড়ান আছে, সেইটিকে জবাই কর।' (বাইবেলের 'আদিপুস্তক': ২২ অধ্যায়: ১২ শ্লোক)। অর্থাৎ, ইসহাক (আঃ)-কে না বাহ্যিকরূপে, না উপায়ন্তর রূপক ও তাত্ত্বিক অর্থে—কোন আকারেই জবাই করিলেন না; আদ্যোপান্ত গোটা ঘটনাটাই যেন এক হাস্যকর ব্যাপার ছিল, উহা যেন একটা খেলা-তামাশা ছিল, যাহা (নায়ুযুবিল্লাহ্) খোদাতায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত খেলিয়াছিলেন। আর যাহাই বলুন, ইহাতে কি স্বাদ বা রস ছিল যে, প্রথমে তো খোদাতায়ালা ইব্রাহীমকে (আঃ)-কে বলিলেন, 'তুমি ইসহাককে (আঃ) জবাই কর', তারপর আবার নিষেধ করিয়া দিলেন! কোন কোন খ্রীষ্টান পাদ্রী বলেন যে খোদাতায়ালা উক্ত উপায়ে ইব্রাহীমকে (আঃ) জানাইলেন যে, মনষ্য-কুরবানী ভবিষ্যতে আর হইবে না। (পাদ্রী কেনন সেল ডি ডি প্রণীত 'আদিপুস্তকের ব্যাখ্যা'—ক্রিশ্চেন নলেজ সোসাইটি, পাঞ্জাব কর্তৃক প্রকাশিত)। কিন্তু এই কথাটাই খোদাতায়ালা তদপেক্ষা উত্তম ও স্পষ্ট ভাষায়ও বলিয়া দিতে পারিতেন।

কুরআন করীম ইসমাইল (আঃ)-এর যে ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে এই ঘটনাটির মধ্যে বিপুল তাৎপর্য ও বহুবিধ হিকমত ছিল।

কুরআনের বিবরণে বলা হইয়াছে যে, খোদাতায়ালা হযরত ইব্রাহীমকে দুইটি আদেশ দান করিয়াছিলেন। একটি ছিল এই যে, 'তুমি ইসমাইলকে জবেহ্ কর'; আর দ্বিতীয়টি ছিল এই যে, 'তুমি ইসমাইলকে তরু-লতাহীন অনাবাদী এক মরু-প্রান্তরে রাখিয়া আস অর্থাৎ মক্কায়, যেখানে সে জনপদসমূহ হইতে দূরে থাকিয়া এবং ভুক-পিয়াসের কষ্ট ভোগ করিয়া মানুষকে দ্বীনের শিক্ষা দান করিবে এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতে নিয়োজিত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করিবে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি ইসমাইল (আঃ)-কে কুরবানী তথা জবেহ্ করার যে আদেশ দান করা হইয়াছিল তাহা (স্বপ্নে) রূপকের ভাষায় ছিল। উহার উদ্দেশ্য ছিল না যে, বাস্তবতঃ ছুরি দ্বারা নিজের পুত্রকে তিনি জবাই করিবেন, যাহা একটা অর্থহীন ও বেহুদা কাজ বই কিছু নয়। বরং ইহার দ্বারা দ্বীনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এমন এক স্থানে রাখার কথাই বুঝানো হইয়াছিল যেখানে খাওয়া-পরা ও জীবন ধারণের কোন ব্যবস্থা ও উপকরণ ছিল না। সুতরাং যদিও কুরআন শরীফ অনুযায়ীও ইসমাইল (আঃ)-কে (বাহ্যিকরূপে) জবাই করা হইতে বারণ করা হয়, এবং উহার পরিবর্তে পশু-কুরবাণীর নির্দেশ দেওয়া হয় (সুরা সাফ্‌ফাতঃ ১০৮) কিন্তু স্বপ্নের যে আসল মর্ম ছিল, অর্থাৎ ইসমাইল (আঃ)-কে এক তৃণ-লতা ও পানিবিহীন মরু প্রান্তরে ছাড়িয়া আসা —ইহা (সম্পর্কিত দ্বিতীয় আদেশটি পালন) হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)-কে বারণ করেন নাই, বরং এই আদেশই কার্যতঃ পালন করাইয়াছিলেন। (সুরা ইব্রাহীম : ৩৮)। সুতরাং আজ পর্যন্ত মক্কা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরে আবাদ রহিয়াছে এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করা হয়, এবং খোদাতায়ালার দিকে মানুষকে আহ্বান করা হয়। এই ব্যাখ্যা বা বিবরণ অনুযায়ী (ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে) ইব্রাহীম (আঃ) বাস্তবিক পক্ষেও ইসমাইল (আঃ)-কে কোরবান করিয়াছিলেন এবং সেই কুরবানী কোন হিংস্র ও বর্বরোচিত কুরবানী ছিল না বরং সারগর্ভ ও অর্থপূর্ণ কুরবানী ছিল, যে কুরবানী দ্বারা জগত আজও উপকৃত হইয়া চলিয়াছে এবং এখনও ইসমাইল (আঃ)-এর দ্বারা এই শুষ্ক অনাবাদী মরুভূমিতে খোদায়ে-ওয়াহেদের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয়।

আজ আমরা সেই ঘটনার স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ (আরবের) এই ফল-শস্য শুন্য উপত্যকায় একত্র হয় এবং উচ্চকণ্ঠে বলে: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك "হে আমার খোদা! আমি উপস্থিত—যেমন নাকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমি (তোমার আদেশে চরম কুরবানী দিতে) উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তোমার তৌহীদকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে হাজির হইয়াছি, (তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে সদা প্রস্তুত আমি)।" গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে বাইবেলে বিবৃত ঘটনাটার কি কুরআন শরীফের বর্ণিত ঘটনার সহিত কোন তুলনা হইতে পারে? বাইবেলে বর্ণিত সেই আদেশ তো একটি অত্যাচার মূলক ও বর্বরোচিত আদেশ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, যে আদেশের মধ্যে কোন হিকমত ও প্রজ্ঞা ছিল না। ইসহাক (আঃ)-এর গলায় ছুড়ি চালাইলে জগতের কি বা উপকার হইত? অথবা হযরত ইসহাকেরই (আঃ) বা কি উপকার হইতে পারিত?! কিন্তু হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে মক্কায় ছাড়িয়া আসায় ইসমাইল (আঃ)-এরও উপকার হইল এবং জগতেরও উপকার সাধিত হইল। ইসমাইল (আঃ) তৌহীদ শিখাইবার ক্ষেত্রে এক মহান শিক্ষক হইয়া গেলেন এবং দুনিয়া তাঁহার মাধ্যমে এক ও অদ্বিতীয় খোদার এবাদত পালনে সফলকাম হইল। মক্কাকে জগতের মানচিত্র হইতে পৃথক করিয়া দিলে সমগ্র জগতে তৌহীদের কোন কেন্দ্র

অবশিষ্ট থাকে না এবং ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানীকে বাদ দিলে খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ ও ওক্‌ফ করার প্রতি প্রেরণা দানের কোন উপায় ও ব্যবস্থা জগতে থাকিয়া যায় না। ইসহাক (আঃ) নিজের কুরবানী দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন— খুব ভাল কথা, কিন্তু তাহাতে আমরা শুধু এটুকুই বলিতে পারি যে, ইসহাক (আঃ) একজন খোদাভক্ত মানুষ ছিলেন। ইসমাইলও (আঃ) নিজের কুরবানী দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। (বরং কার্যতঃ নিজের এরূপ কুরবানী দিলেন, যে কুরবানীর ফলশ্রুতিতে) আমরা বলিতে পারি যে, ইসমাইল (আঃ) তৌহীদের জন্য জীবন ওক্‌ফ করিয়া দুনিয়ার কল্যাণসাধনকারী মানবে পরিণত হইলেন এবং যে স্থানে তিনি স্বীয় জীবনের কুরবানী পেশ করিয়াছিলেন সেই স্থানটি তৌহীদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইল। সুতরাং খোদাতায়ালার বরকত ও কল্যাণের যথোপযুক্ত অধিকারী হইলেন ইসমাইল (আঃ), তেমনি হইল মক্কাও বরকতময় যেখানে তিনি সেই কুরবানী পেশ করিয়াছিলেন। কিয়ামতকাল পর্যন্ত খোদাতায়ালার তৌহীদের পতাকা সেখানে উড্ডীন থাকিবে। জাতিবর্গ জাতি বর্গের উপর আক্রমণ চালাইবে, একটির পর আর একটি জাতির পতাকা ধরাসায়ী হইতে থাকিবে কিন্তু মক্কায় ইসমাইল (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত তৌহীদের ঝাণ্ডা কিয়ামতকাল পর্যন্ত দৃঢ় স্থির ও সমুন্নত থাকিবে। এমন কেহও নাই, যে ইহাকে ভঙ্গ করিতে পারে, এমন কেহও নাই যে ইহাকে নত করিতে পারে। উহা হইল সেই কোণের পাথর, যে ইহার উপর পড়িবে সেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে এবং যাহার উপর ইহা পড়িবে সেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। (ইশাইঃ অধ্যায় ৮, ১৩-১৭ শ্লোক)। ইহা হইল খোদায়ী ফয়সালা, যাহা পরিবর্তন করার কাহারও সাধ্য নাই। এক এক করিয়া মানুষ এই তৌহীদের ঝাণ্ডার নীচে একত্রিত হইবে, এমন কি সমস্ত দুনিয়া সেখানে জমায়েত হইবে। এবং পরিশেষে সেই দিন আসিবে, যখন আজিকার ঈদের দিনে যেমন মক্কায় তৌহীদের নারা ধ্বনিত হয় তেমনি জগতের আনাচে-কানাচে তৌহীদের নারা ধ্বনিত হইবে। একক ও ওয়াহেদ খোদার তকবীর উচ্চারিত হইবে এবং সমগ্র জগত ব্যাপী যেমন সকল মিথ্যা মা'বুদের অবসান ঘটাইয়া একক খোদার হুকুমত কায়েম করা হইবে, তেমনি জগত হইতে বিভিন্ন জাতীত্বের বিলোপ ঘটাইয়া ইনসানিয়ত ও মানবতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; আকাশেও একক খোদা থাকিবেন এবং ভূ-পৃষ্ঠেও একই বংশধর (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রূহানী বংশধর) বিরাজ করিবে। সকল মিথ্যা জাতীত্ব বিলুপ্ত হইবে, যেমন সকল মিথ্যা খোদার বিলোপ সাধিত হইবে।

পরিশেষে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করিতেছি যে সেই দিন শীঘ্র আসুক এবং ঈদের সবক যেন সমগ্র মানবমণ্ডলী শিখিয়া নেয় এবং সমগ্র জগত যেন তাহাদের সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালার সমীপে মস্তকাবনত হয় এবং ফেৎনা-ফেসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ যেন দুনিয়া হইতে দূরীভূত হয়। প্রতিটি মানবহৃদয় যেন কা'বা অর্থাৎ খোদার গৃহে পরিণত হয়, এবং খোদাতায়ালা যেমন আরশের উপর বিরাজিত আছেন তেমনি মানুষের অন্তরেও অবস্থান করেন। আমীন।

(আল-ফজল ৩১শে আগষ্ট ১৯৫৫ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর — ৪)

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর সহিত হযরত খাদিজা (রাঃ) এর বিবাহ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স যখন ২৫ বৎসর তখন তাঁহার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। লোকেরা তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলিত, "ঐ ব্যক্তি সত্যবাদী ও বিশ্বাসী।" এই সংবাদ মক্কার এক ধনী বিধবা মহিলার কর্ণ গোচর হইল। ঐ সময় সিরিয়াতে তাঁহার একটি বাণিজ্য কাফেলা রওয়ানা হইতেছিল। হযরত খাদিজা (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঐ বাণিজ্য কাফেলা তত্ত্বাবধান করিবার দায়িত্বভার বহণ করিতে বলেন। আবু তালেব তাঁহাকে ইহা অবগত করিলে তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। এই বাণিজ্য যাত্রায় তিনি খুবই সফলতা লাভ করিলেন এবং আশাতীত মুনাফা হইল। হযরত খাদিজা (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, এই মুনাফা কেবল মাত্র সিরিয়ার বাজারের অবস্থার জন্য হয় নাই বরং এই কাফেলার তত্ত্বাবধায়কের সততা ও বিশ্বস্ততার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল। মাইসার নামে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর এক ভৃত্য এই বাণিজ্য সফরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিল। তিনি মাইসারকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে মাইসারও একই মত ব্যক্ত করিল এবং বলিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই সফরে যে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার ব্যবসা তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন তাহা একমাত্র তাঁহারই পক্ষে সম্ভব। এই বক্তব্যে হযরত খাদিজা (রাঃ) গভীর ভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ছিল এবং ইতিপূর্বে দুই দুই বার বিধবা হইয়াছিলেন। এতদসত্বেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজী কিনা ইহা জানিবার জন্য হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহার এক বান্ধবীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ বান্ধবী তাঁহার নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনা, "আপনি বিবাহ করেন না কেন?" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিলেন, "আমার কোন অর্থ-সম্পদ নাই যাহা দ্বারা আমি বিবাহ করিতে পারি।" ঐ বান্ধবী বলিলেন, যদি আপনার এই অসুবিধা দূর হইয়া যায় এবং একজন সম্ভ্রান্ত ধনী মহিলার সহিত আপনার বিবাহ হয় তাহা হইলে আপনার আপত্তি আছে কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মহিলা কে?" বান্ধবী উত্তর দিলেন, "খাদিজা (রাঃ)"। তিনি বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমার বিবাহ কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?" তখন উক্ত বান্ধবী বলিলেন, "ইহার ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিলেন, "আমি রাজী।" অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচার মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহ তাঁহার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ফলে একজন দরিদ্র ও এতিম যুবক জীবনে প্রথম বিপুল সম্পদের অধিকারী হইলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেভাবে ঐ সম্পদ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সমগ্র দুনিয়ার জন্য একটি শিক্ষনীয় বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

দাস-দাসীদের মুক্তি ও জায়েদ (রাঃ)-এর বৃত্তান্ত

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রী সম্পদশালী; ফলে তিনি স্বভাবতঃই তাঁহার স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) বিবাহের পর যখন অনুভব করিলেন

যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুভূতিশীল অন্তঃকরণ এ ধরনের জীবন যাপনে প্রকৃত শান্তি পাইবেন না তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আমার সমস্ত অর্থ-সম্পদ ও দাস-দাসী আপনার খেদমতে পেশ করিতেছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদিজা (রাঃ) ইহা কি সত্য সত্যই?" খাদিজা (রাঃ) পুনরায় তাঁহার এই অভিলাষ ব্যক্ত করিলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিলেন, "আমার প্রথম কাজ দাস দাসীদের মুক্তি দেওয়া।' বস্তুতঃ তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর দাসদাসীদের ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন 'আপনারা সবাই আজ হইতে মুক্ত।" অতঃপর তিনি অধিকাংশ অর্থ ও সম্পদ দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তিনি যে সকল দাস-দাসীদের মুক্তি দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে জায়েদ (রাঃ) নামে একজন ক্রীতদাসও ছিলেন। তিনি অন্যান্য ক্রীতদাসদের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। জায়েদ (রাঃ) সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে বাল্যকালে অপহরণ করিয়াছিল এবং অর্থের বিনিময়ে হাত বদল হইতে হইতে অবশেষে তিনি মক্কায় উপনীত হন। ঐ বুদ্ধিমান বালক উপলব্ধি করিলেন যে, মুক্তি লাভ করা অপেক্ষা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তির দাসত্ব করা অনেক শ্রেয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন দাসদাসীগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন জায়েদ (রাঃ) বলিলেন, "আপনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি মুক্তি চাই না। আমি আপনার সঙ্গেই থাকিতে চাই।" অতঃপর জায়েদ (রাঃ) তাঁহার নিকট রহিয়া গেলেন এবং তাঁহার ভালবাসায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। জায়েদ (রাঃ) এক ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা ও চাচা দুস্যুদের পিছনে পিছনে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে বাহির হন। অবশেষে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে তাহাদের সন্তান মক্কায় আছেন। তাঁহারা মক্কায় আসিলেন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দরবারে হাজির হইয়া তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি আমাদের সন্তানকে আজাদ করিয়া দিন এবং ইহার বিনিময়ে আপনি যত খুশী মুক্তিপণ গ্রহণ করুন।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিলেন, "আমি তো জায়েদকে পূর্বেই আজাদ করিয়া দিয়াছি। সে আপনাদের সঙ্গে সানন্দে চলিয়া যাইতে পারে।" অতঃপর তিনি জায়েদ (রাঃ)-কে ডাকাইলেন এবং তাঁহার পিতা ও চাচার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। যখন উভয় পক্ষ মিলিত হইল এবং চোখের পানিতে তাহাদের বিচ্ছেদ-বেদনা কিছুটা প্রশমিত হইল, জায়েদ (রাঃ) এর পিতা তাঁহাকে বলিল, 'এই মহান ও সদাশয় ব্যক্তি তোমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তোমার মা তোমার চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি এখন আমাদের সঙ্গে চল এবং তোমার মায়ের দুঃখ ও অশান্তি দূর কর।' জায়েদ (রাঃ) উত্তর করিলেন, 'কে তাহার পিতা মাতাকে ভালবাসে না? আমিও আপনাদেরকে ভালবাসি। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালবাসায় আমার অন্তর এত পরিপূর্ণ যে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত। তবু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার সাধ্যের বাহিরে।' জায়েদের (রাঃ) পিতা ও চাচা তাহাকে লইয়া যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জায়েদ (রাঃ) কিছুতেই তাঁহাদের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার প্রতি জায়েদের রাঃ-এর এই অনুরাগ দেখিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন "জায়েদকে তো আমি পূর্বেই মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আজ হইতে সে আমার সন্তান।" (ক্রমশঃ)

মূল—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)
অনুবাদ—অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান

ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

['Deliverence From the Cross' পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ]

[১৯৭৮ ইং সনে জামাত আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'কাসরে-সলীব (ক্রুশ ভঙ্গ) কনফারেন্স' উপলক্ষে পুস্তকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও অগাদ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী মোহতারম স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। ইহা অত্র সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে ইনশাল্লাহ প্রকাশ হইবে।]

—সম্পাদক

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, কার্যকাল, মৃত্যু, পুনর্জীবন-লাভ, উর্দ্ধারোহণ এবং দ্বিতীয় আগমন এই সকল বিষয়ই গত প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত রহস্যাবৃত ছিল।

যীশুখ্রীষ্টের যুগে ইহুদীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলেই তাঁর জন্মের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এবং তাঁকে মিথ্যা তথা প্রতারক বলে আখ্যায়িত করেছে। ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে তারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে সমর্থ হয়েছে এবং এরূপ মৃত্যুর ফলশ্রুতিতে যীশু অভিশপ্ত এবং মিথ্যা দাবীকারক বলে সপ্রমাণিত হয়েছেন। এই কারণে ইহুদীগণ এখন পর্যন্ত ত্রাণকর্তা যীশু বা মসীহার শুভাগমণের জন্য অপেক্ষা করে যাচ্ছে।

পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান চার্চের গোঁড়া মতাবলম্বীদের যে ধারণাটি সুদীর্ঘকাল ধরে লালিত হয়েছে তা হলো এই যে, যীশুখ্রীষ্ট বাইবেলের শুধু বাগ-ধারা অনুসারে রূপক অর্থেই খোদার পুত্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন স্বয়ং খোদা তথা খোদার পুত্র—অর্থাৎ ত্রিত্ববাদের তিন খোদার মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খোদা। গোঁড়া-পন্থী খ্রীষ্টীয় চার্চ আরো মনে করে যে, সকল মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই যীশুখৃষ্ট ক্রুশে প্রাণদান করেন এবং এভাবেই তিনি মানুষের পরিত্রাণের জন্য একটিমাত্র উৎসরূপে পরিগণিত হয়েছেন। চার্চের মতে ক্রুশীয় ঘটনার তিন দিন পর যীশু মৃতাবস্থা হ'তে পুনর্জীবিত হয়ে উঠেন, সশরীরে চলা-ফেরা করেন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং পরে সেই একই পার্থিব শরীর নিয়ে আকাশে চলে যান। চার্চের মতে যীশু বর্তমানে খোদার দক্ষিণ হস্তে বসে আছেন এবং শেষ যুগে মানবজাতির বিচারের উদ্দেশ্যে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে যীশু তথা হযরত ঈসা (আঃ) কোন পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন ইস্রায়েলী নবী ছিলেন, তাঁকে মেরে ফেলার জন্য ইহুদীগণ ক্রুশে দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবন-শিখা সম্পূর্ণ

রূপে নির্বাপিত হওয়ার পূর্বেই ক্রুশ থেকে তাঁকে নামানো হয়েছিলো। ক্রুশ থেকে নামানোর পর তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করা হয়েছিল, অতঃপর তিনি বেঁচে উঠেন, কতিপয় শিষ্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং ইস্রায়েলের হারানো বংশের নিকট ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে 'জুডিয়া' (Judaea) থেকে হিজরত করেন। কালক্রমে হযরত ঈসা (আঃ) একটি প্রস্রবন বিধৌত মনোরম উচ্চস্থানে অবস্থান করেন (সূরা মুমেনুন : ৫১) এবং পরিশেষে সেখানে ইন্তেকাল করেন। পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন হওয়ার উপরও তাঁরা বিশ্বাস করেন; এই আগমনের উদ্দেশ্য হবে সত্য ও সদগুণকে পুনঃস্থাপন করা, ইসলামকে পুনর্জীবিত করা এবং যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু সংক্রান্ত কল্পিত কাহিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা।

খৃষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে যীশুর জীবন সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে এমন এমন কতকগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহিত হয়ে আসছে, যার আলোকে তাঁর জীবনের অনেক রহস্যাবৃত ঘটনাবলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে এখন আমরা অনেকটা নিশ্চিয়তার সঙ্গে যীশুর জীবনের ঘটনাবলীকে যথার্থভাবে বিচারবিশ্লেষণ করতে পারি। এই পুস্তকখানি এরূপ একটি প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি বিশেষ। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, এই পুস্তকখানি ঐ সকল সত্যানুসন্ধিৎসুদের অনুপ্রাণিত করবে যারা শাশ্বত সত্যের মর্ম মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেন। সত্যসন্ধানীদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট সাহায্যে করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(ক্রমশঃ)

মূলঃ – মোহাম্মদ জফরুল্লাহ খান
অনুবাদ :– মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

ঈদ ফাণ্ড

বর্তমান যুগ যেহেতু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক জারীকৃত এশায়তে-ইসলামের মাধ্যমে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের যুগ এবং ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য এবং আমাদের প্রকৃত খুশী ও আনন্দ লাভের মূল উপায়। সেজন্য ইশায়াতে-ইসলামের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক উভয় ঈদ উপলক্ষ্যে উক্ত চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে যখন টাকার মূল্য অনেক বেশী ছিল তখন প্রত্যেক উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য উক্ত চাঁদা কমপক্ষে এক টাকা হারে নির্ধারিত ছিল—সেই অনুপাতে বর্তনানে টাকার মূল্য হ্রাসের কারণে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী প্রত্যেক আহ্‌মদীর জন্য এই চাঁদা অধিক হারে আদায় করা জরুরী।

ঃ সংবাদ ঃ

ইউরোপের আর একটি দেশ বেলজিয়ামে হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম আহমদীয়া মুসলিম মিশন স্থাপন

ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ দেশ বেলজিয়মে জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে একটি নুতন তবলিগী মিশন খোলার সাফল্য লাভ করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ১৯৭৮ সনে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ক্রুশভঙ্গ (কাসরে-সলীব) কনফারেন্সের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করা কালেই ফ্রাঙ্কফার্টে তাঁহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বেলজিয়মের জনৈক রাষ্ট্রদূতকে সাক্ষাৎদানের সময় উক্ত দেশটিতে শীঘ্র মিশন খোলার সুসংবাদ জানাইয়া ছিলেন। তারপর হুজুর আকদাসের (আইঃ) আদেশক্রমে বেলজিয়মে প্রথম মনোনীত মোবাল্লেগ-ইন-চার্জ মোহতারম সালেহ মোহাম্মদ খান সাহেব চলতি বৎসরের প্রারম্ভকালে (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ইং) বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসিলজে পৌছিয়া মিশনের কাজ আরম্ভ করেন। উক্ত শহরটি ইউরোপের সাধারণ বাজার এবং নেটোর কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং সেইজন্য ইহাকে 'ইউরোপের রাজধানী' বলা হয়।

হিঃ পনের শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপিত উক্ত প্রথম তবলিগী মিশনটির উদ্যোগে ঈদুল ফিতর এবং জুময়াতুল বেদা উদ্‌যাপিত হয়। বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠানদ্বয়টিতে মরিশাস, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়ম এবং পাকিস্তান নাগরিকত্বের অধিকারী কয়েক ডজন আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী শরীক হন। (আল ফজল, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং)

আমেরিকান জামাত সমূহের ৩৩তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠীত

ওয়াশিংটন—যুক্তরাষ্ট্রের আহমদীয়া জামাত সমূহের ৩৩তম সালানা জলসা ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চল হইতে ৫০০-এর অধিক আহমদী প্রতিনিধি উহাতে যোগদান করেন। কেনাডা এবং সমুদ্রপারের কিছু সংখ্যক আহমদীও অংশ গ্রহণ করেন। মোহতারম সাহেবজাদা এম, এম আহমদ জলসার উদ্বোধন করেন। তাঁহার ভাষণে তিনি বন্ধুগণকে দ্বীনে-হক-ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য অধিকতর কুরবানী দানে প্রস্তুত থাকার জন্য আন্তরিক আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

"একমাত্র জামাত আহমদীয়া দেশের সেবা করিতেছে'

—ঘানার রিজন্যাল মন্ত্রীর বিবৃতি

ঘানার রিজন্যাল মন্ত্রী ডঃ আদোসওয়াফ্রাম একটি আহমদীয়া সেকেণ্ডারী স্কুল পরিদর্শন করার পর বলেন যে, "আমি কসম করিয়া বলিতে পারি যে, একমাত্র জামাত আহমদীয়াই এই দেশের সেবা করিতেছে যখন অন্যান্য বিদেশীরা এই দেশকে হজম করার চেষ্টায় নিয়োজিত।" তিনি স্কুলের উচ্চমান ও সুষ্ঠ কর্মতৎপরতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়ার অসামান্য অবদানের ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং স্কুলকে যথাসম্ভব সাহায্য করারও আশ্বাস দান করেন। স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল তাহার প্রেরিত রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে মন্ত্রী মহোদয় তার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে থাকেন।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহাস্পতিবারের কোন একদিন জামাতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাজের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামাবিউঁ ওয়া আতাবু ইলাইহি" অর্থাৎ আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩বার

(গ) 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুমা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখিতেছি (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহমনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশীল হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত, সেবক ; সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিনীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla. at Ahmadiyya Art Press.
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635